তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুরে চাকরি মেলার উদ্বোধন

তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে মেহেরপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে চাকরি মেলা-২০২৬। রবিবার সকালে শহরের পৌর কমিউনিটি সেন্টারে এ মেলার আয়োজন করে দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থা, মেহেরপুর। এতে কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

মেহেরপুর দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো. আবু জাফরের সভাপতিত্বে মেলার উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম।

উদ্বোধনী বক্তব্যে তরিকুল ইসলাম বলেন, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ জনবলের চাহিদা রয়েছে। এই চাকরি মেলার মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে তরুণরা উৎসাহিত হবে। যোগ্যতা, দক্ষতা ও পরিশ্রমের মানসিকতা থাকলে কাউকে পিছিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এ ধরনের উদ্যোগের জন্য তিনি দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ড. প্রকৌশলী শামিম হোসেন এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মেহেরপুরের উপ-পরিচালক এস.এম. ওবায়দুল বাসার।

বক্তারা বলেন, শুধু প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলেই হবে না, সেই দক্ষতাকে কাজে লাগাতে হবে। প্রশিক্ষণ কাজে লাগাতে পারলেই একজন ব্যক্তি যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। তারা মেহেরপুরে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান, যাতে জেলার বেকার যুবকরা নিজ এলাকাতেই কর্মসংস্থানের সুযোগ পান।

চাকরি প্রত্যাশী মো. নাসিম বলেন, পড়াশোনা শেষ করে দীর্ঘদিন ধরে বেকার রয়েছেন। এই মেলার মাধ্যমে একটি চাকরি পেলে পরিবারের দায়িত্ব নিতে পারবেন।

আরেক চাকরি প্রত্যাশী আরিফুল বলেন, বর্তমান আয়ে পরিবারের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই মেলা থেকে চাকরি পেলে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

সুমাইয়া রহমান বলেন, দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থার এ উদ্যোগের মাধ্যমে জেলার বেকার যুবকরা কর্মসংস্থানের সুযোগ খুঁজে পাবে এবং স্বাবলম্বী হতে পারবে।

আয়োজকরা জানান, এ ধরনের চাকরি মেলার মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাসের পাশাপাশি দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠান শেষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম ও অতিথিরা বেলুন উড়িয়ে চাকরি মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

এ সময় দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থা ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানে নতুন উদ্যোগ

কোনো ধরনের অভিজ্ঞতা ছাড়াই, শুধু একটি বায়োডাটা জমা দিয়েই মিলতে পারে চাকরি, এমন আশাতেই জেলার তিনটি উপজেলা থেকে হাজারো তরুণ-তরুণী ছুটে এসেছেন চাকরি মেলায়। আর চাকরি দিতে প্রথমবারের মতো চাকরি প্রত্যাশীদের দোরগোড়ায় এসেছে বিভিন্ন নামকরা প্রতিষ্ঠান।

“এই চাকরি মেলার মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকার তরুণরা চাকরির সুযোগ পাচ্ছে, পাশাপাশি কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে ব্যবহারিক ধারণাও অর্জন করছে।” চাকরির আশায় চোখে স্বপ্ন, হাতে বায়োডাটা—এমন দৃশ্যই দেখা গেছে মেহেরপুরের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (টিটিসি) ক্যাম্পাসজুড়ে।

‘তারুণ্যের উৎসব ২০২৫’ উপলক্ষে মেহেরপুরে দুই দিনব্যাপী এই চাকরি

মেলায় ভিড় জমিয়েছেন জেলার হাজারো বেকার তরুণ-তরুণী। গতকাল বুধবার সকালে মেলার উদ্বোধনের পর থেকেই চাকরি প্রত্যাশীদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। প্রাণ, আরএফএল, এসিআইসহ দেশের স্বনামধন্য ৯টি বেসরকারি চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশ নেয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্টলে গিয়ে তরুণরা নিজেদের বায়োডাটা জমা দেন। আয়োজকদের তথ্যমতে, মেলার প্রথম দিনেই জমা পড়েছে প্রায় হাজারেরও বেশি বায়োডাটা। এর মধ্যে তিনটি প্রতিষ্ঠান সরাসরি ৭০ জন চাকরি প্রত্যাশীর চাকরি নিশ্চিত করেছে। যাচাই-বাছাই শেষে নির্বাচিত অন্যান্য প্রার্থীদেরও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে।

মেলার প্রথম দিনে প্রাণ-আরএফএল, এসিআইসহ তিনটি কোম্পানী থেকে ৭০ জন আবেদনকারীকে চাকুরি দিয়েছেন। আগামীকাল সকাল থেকেই অন্যান্য প্রার্থীদের ডাকা হবে বলে জানিয়েছেন কোম্পানীর প্রতিনিধিরা।

চাকুরি প্রত্যাশী জুলেখা আক্তার, শাহাজান আলী ও আব্দুর রহমান জানান, “চাকরি মেলার মাধ্যমে বেকারদের জন্য একটি ভালো কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। অনেকেই এখান থেকে চাকরি পাচ্ছেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের মেলার সংখ্যা আরও বাড়ানো উচিত।” তারা এধরনের মেলা প্রতিবছরই করার আহবান জানিয়ে বলেন, এধরণের আয়োজন বেকার যুবক যুবতীদের মাঝে নতুন আশা জাগাবে।

মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) জব রিপ্লেস অফিসার মেহফুজ আহমেদ বলেন, “মেহেরপুরের প্রত্যন্ত এলাকার তরুণদের জন্য এই চাকরি মেলা নতুন এক সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। শুধু চাকরির সুযোগ নয়, কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রও তৈরি হয়েছে এমেলার মাধ্যমে।”

আতিথেয়তা, আইটি, নির্মাণ, তৈরি পোশাক, কেয়ারগিভিংসহ বিভিন্ন খাতের ৩০টির বেশি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। আয়োজকেরা বলেন, এই মেলা দক্ষ তরুণুতরুণীদের সঙ্গে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি করেছে—যা স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

আয়োজকদের আশা, এই চাকরি মেলার মাধ্যমে অন্তত সাড়ে ছয় হাজার তরুণ-তরুণী তাদের কাঙ্ক্ষিত কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে বলে আশা ব্যক্ত করে মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) অধ্যক্ষ ড. প্রকৌশলী মো. শামীম হোসেন বলেন, “চাকরি মেলার মাধ্যমে

চাকরি প্রত্যাশীরা তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন। এই মেলা চাকরির পাশাপাশি দক্ষতা ও সুযোগের মধ্যে একটি কার্যকর সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। বিশেষ করে নারীদের কর্মসংস্থ’◌ান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটি একটি ইতিবাচক উদ্যোগ। এছাড়া আমাদের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন—দক্ষতাকে টেকসই জীবিকায় রূপান্তরিত করার পথে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমাদের লক্ষ্য মেহেরপুরের তরুণসমাজকে কর্মমুখী ও উদ্যোক্তায় পরিণত করা।’

মেহেরপুরে সৌখিন প্রজাতির বিদেশী পাখি পালনে কর্মসংস্থান

সৌখিন প্রজাতির বিদেশী পাখি পালন শিক্ষিত বেকার যুবক ও স্কুল কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের আয়ের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে মেহেরপুরে। সখ পুরুনের পাশাপাশি বিশেষ করে শিক্ষার্থী ও বেকার যুবকদের আয়ের অন্যতম উৎস এখন বিদেশী সৌখিন প্রজাতির পখি পালন। ইতোমধ্যে জেলার কয়েক হাজার যুবক বিদেশী প্রজাতির সৌখিন পাখি বিক্রি করে বাড়তি আয়ের সুযোগ পাচ্ছেন। অনেকেই আবার পাখি পালন সম্পর্কে পরামর্শ নিচ্ছেন উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে। প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর বলছেন সৌখিন প্রজাতির পাখি পালন বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের অন্যতম মাধ্যম। এব্যাপারে আগ্রহীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। আর বন বিভাগ অধিদপ্তর বলছেন, পাখি পালন করতে হলে সরকারি বিধি মোতাবেক করতে হবে।

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার নওযাপাড়া গ্রামের যুবক পালু মিয়া সখ করে বছর পাঁচেক আগে কয়েক প্রজাতির সৌখিন পাখি কিনে বাড়িতে পালন শুরু করেন। কয়েকমাস পর ওই পাখি গুলো ডিম পেড়ে বাচচা ফুটায়্। এভাবে পর্যায়ক্রমে বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। এখন তিনি বাড়িতেই গড়ে তুলেছেন একটি সৌখিন পাখির পারিবারিক খামার। খামারে রয়েছে লাভবার্ড, ককোটেলবার্ড, বাজেরিকা, প্রিন্স বার্ড, ডায়মন্ড ঘুঘু, অস্ট্রেলিয়া ঘুঘুসহ মোট ১৫ প্রজাতির পাখি। এলাকায় বিভিন্ন মানুষের কাছে পাখি বিক্রি করে বছরে আয় করেন লক্ষাধিক টাকা।

পাখি পালনকারি পালু মিয়া বলেন, আমি প্রথমে সখ করে পাখি পালন শুরু করি। এলাকায় সৌখিন পাখির ব্যপাপক চাহিদা থাকায় আমি অনেক পাখি বিক্রি করি। এতে প্রতি বছর খরচ বাদি দিয়ে লক্ষাধিক টাকা আয় করি। যা আমার সংসােও এটি একটি বাড়ি আয়। আমার কাছে অনেক শিক্ষার্থীরা পাখি কিনতে আসে। আমি তাদের পাখির পরিবেশ ও খাবার সরবরাহ বিষয়ে পরামর্শ দিই। হাঁস মুরগি পালনের পাশাপাশি সৌখিন প্রজাতির পাখি পালনও হতে পারে আয়ের একটি অন্যতম মাধ্যম।

সৌখিন খামারি মেহেরপুরের পাভেল মাহমুদ বলেন, ককাটেল জাতের পাখির অনেক দাম এবং চাহিদা অনেক বেশি। এক জোড়া ককাটেল পাখির দাম ৪০০০ থেকে ৫০০০ টাকায় বিক্রি হয়॥ এবং বাজরকা জাতের পাখি বিক্রি হয় ৫০০ টাকা জোড়া তবে মজার বিষয় হলো এ প্রজাতির পাখি বছরে চারবার ডিম দেয়। প্রতিবারে ৫ থেকে ৮টি করে বাচ্চা দেয়। যার বানজ্যিক খামার করতে পারলে মোটা টাকা আয় করা সম্ভব।

কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থী সাহারবাটি গ্রামের সুমন আহমেদ বলেন, আমার এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দেখেছিলাম বাড়ির ছাদে বিদেশী পাখি পালন করেছে। আমারও সখ হয়। বন্ধুর পরামর্শে আমিও পাখি পালন করি। এখন আমার বাড়িতে প্রায় ১০ প্রজাতির পাখি আছে। পাখির কিচিরমিচির ডাকে সকালে আমাদের ঘুম ভাঙ্গে। অনেকেই আমার পাখি দেখেতে আসে। কয়েক প্রজাতির পাখি বছরে তিন বার ডিম দেয়। আমি প্রতিমাসে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকার পাখি বিক্রি করি। এতে আমার পড়ালেখার খরচ পরিবারের কাছ থেকে নিতে হয়না। উপরন্ত আমি অনেক সময় পরিবারে আর্থিক ভাবে সহায়তা করতে পারছি।

সৌখিন পাখির বানিজ্যিক খামারি আকবর আলি জানান, স্বল্প জায়গা আর অল্প টাকায় সৌখিন পাখির খামার করা যায়। বাড়িতে যেভাবে হাঁস,মুরগিপালন করে,পাশাপাশি সৌখিন পাখি পালন করেও অনেকেই সংসারে বাড়তি আয় করছে। আমার খামার থেকে বিশেষ করে যবক ও স্কুল শিক্ষার্থীরা বেশি পাখি কিনে অনেকেই এখন সাবলম্বী।

গাংনীর জিয়ারুল ইসলাম বলেন, কয়েকজন প্রতিবেশি বাড়ির উঠান কিংবা ছাদের ওপর বিদেশি পাখি পালন দেথে আমি উদ্বুদ্ধ হই। তিন বছর যাবত আমি পাখি পালন করছি। এসকল পাখি আমার বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে অন্য দিকে আর্থিক ভাবেও সহায়তা পাচ্ছি।

মেহেরপুর বার্ড ক্লাবের সদস্য মাজেদুল হক বলেন, সৌখিন প্রজাতির পাখি পালন করে অনেক যুবক তাদের বেকারত্বের হতাশা দুর করছেন। অনেক

শিক্ষার্থী পড়া লেখার খরচ যোগাচ্ছেন। তবে পাখি পালনের যে বিধি রয়েছে তা মেনে পাখি পালন করতে হবে। এজন্য তিনি এসকল উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ◌্এবং বন বিভাগ থেকে লাইসেন্স নিয়ে পাখি পালনের পরামর্শ দেন তিনি।

মেহেরপুর জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা বলেন, সৌখিন প্রজাতির পাখি পালন বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের অন্যতম মাধ্যম। এব্যাপারে আগ্রহীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

জেলা বন বিভাগ কর্মকর্তা হামিম হায়দার বলেন, পাখি পালন করতে হলে সরকারি বিধি মোতাবেক করতে হবে। খামারীদের অবশ্যই লাইন্সে নিতে হবে। এবং খেয়াল রাখতে হবে বিদেশী সৌখিন পাখির সাথে কোন ক্রমেই দেশীয় পাখি পালন বা ক্রয় বিক্রয় করা যাবেনা। আমরা সৌখিন পাখি পালনকারিদের তালিকা করে লাইসেন্স করার জন্য ইতোমধ্যে তাগিদ দিচ্ছি।

ঝিনাইদহে নতুন জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন মুজিবর রহমান

নুতন জেলা প্রশাসক হিসেবে আগামী রোববার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন মুজিবর রহমান। তিনি বিদায়ী জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথের স্থলাভিসিক্ত হবেন। গতকাল শনিবার প্রশাসনের সর্বস্তরের কর্মকর্তাগণ ঝিনাইদহ সার্কিট হাউজে নুতন জেলা প্রশাসককে স্বাগত জানান।
বিদায়ী জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথকে আগামী রোববার ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদের হল রুমে ফেয়ারওয়েল প্রদান করা হবে।

আলমডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১

আলমডাঙ্গায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বৈদ্যুতিক খুটির সাথে ধাক্কা লেগে ট্রাক্টর ড্রাইভার নিহত হয়েছে। ঘটনাটি গতকাল বুধবার ভোর রাতে মুন্সিগঞ্জ পশু হাট এলাকায় ঘটেছে। নিহত ট্রাক্টর ড্রাইভার রাশিদুল দামুড়হুদা থানার উজিরপুর গ্রামের মৃত মাদার আলির ছেলে। জানাগেছে, দামুড়হুদা থানার মৃত মাদার আলির ছেলে রাশিদুল দীর্ঘদিন ট্রাক্টরে মাটি বোঝাই করে ইট ভাটায় পরিবহনের কাজ করে। বর্তমানে অবৈধ ভাবে মাটি কেটে পুকুর খনন ও প্রধান সড়ক দিয়ে মাটি পরিবহনের কারণে তৎপর প্রশাসন। এ কারণেই রাত জুড়ে মাটি পরিবহন করে। আলমডাঙ্গা উপজেলার বলেশ্বরপুর গ্রামের সাবেক আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিনহাজ উদ্দিনের পুকুর থেকে ট্রাক্টরে মাটি বোঝাই করে মুন্সিগঞ্জের একটি ইটভাটায় নিয়ে যাচ্ছিলেন রাশিদুল। রাশিদুল মাটি বোঝাই করে ইট ভাটায় যাবার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বৈদ্যুতিক খুটির সাথে ধাক্কা লাগে। ধাক্কা লাগার কারণে ট্রাক্টরটি উল্টে গেলে রাশিদুল চাপা পড়ে।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশ উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে। ট্রাক্টরে নিচ থেকে রাশিদুলের মৃত দেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ।
এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আলমঙ্গীর কবির বলেন, ভোর রাতে আলমডাঙ্গা বলেশ্বরপুর গ্রামের সাবেক চেয়ারম্যান মিনহাজ উদ্দিনের পুকুর থেকে ট্রাক্টরে মাটি বোঝাই করে মুন্সিগঞ্জের একটি ইট ভাটায় নিয়ে যাচ্ছিলেন রাশিদুল। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে রাশিদুল নামে একজন মারা গেছে।

দর্শনার কেরুতে মুক্তিযোদ্ধা

কোটা অনুযায়ী নিয়োগ দেওয়ার দাবীতে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা কেরু এন্ড কোম্পানীতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা অনুযায়ী নিয়োগ দেওয়ায় দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা।
গতকাল বুধবার দুপুর ১২ টার দিকে দর্শনা কেরু এন্ড কোম্পানী জেনারেল অফিসের সামনে এই মানববন্ধন ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বক্তারা বলেন, ২০১৯- ২০ মাড়াই মৌসুমের ২০০ লোক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের বিপরীত ৩০% মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ৩৬ জনকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়। এবছর তাদেরকে ওই পদে বহাল রাখার দাবি জানিয়েছেন তারা। দাবি না মানলে কঠোর কর্মসূচি দেবেন তারা।

ভেড়ামারায় শেষ হলো ৩ দিনব্যাপী উদ্যোক্তা মেলা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলা চত্বরে কুষ্টিয়া অনলাইন উদ্যোক্তা পরিবার (কুউপ) আয়োজিত সৃজনশীল উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে তিন দিনব্যাপী উদ্যোক্তা মেলার শেষ হয়েছে।
গতকাল শনিবার দুপুরে ভেড়ামারা উপজেলা মিলনায়তনে সমাপনী ও সেরা স্টলদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভেড়ামারা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী আক্তারুজ্জামান মিঠু, ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সোহেল মারুফ, ভেড়ামারা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন জুয়েল, ভেড়ামারা কলেজের ইংরেজী বিভাগের প্রভাষক মোস্তাফিজুর রহমান শামীম, প্রবীণ শিক্ষক বিনোদ কুমার বিশ্বাস, ইঞ্জিনিয়ার রতন, সুলতান, রানা মন্ডল ও শরিফুল ইসলাম প্রমুখ। বক্তারা বলেন, সৃজনশীল উদ্যোক্তারা দেশে নতুন করে কর্মসংস্থান তৈরি করে অর্থনীতিতে অবদান রাখবে। শুধু তাই নয়, আরও মানুষের কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। বক্তারা আরও বলেন, একজনের

অর্থনৈতিক-সামাজিক স্বচ্ছলতা না থাকতে পারে, কিন্তু যখন তার একটা বড় স্বপ্ন আছে, তিনিও সফল উদ্যোক্তা হওয়ার সমান সম্ভাবনা রাখেন। মালদ্বীপ প্রবাসী জীবন রহমান মহন এর সৃষ্টি কুষ্টিয়া উদ্যোক্তা পরিবার (কুউপ) গ্রুপের এই মেলায় ৪০টি স্টল স্থান পেয়েছে।
সেরা স্টল হিসেবে প্রথম স্থান অধিকার করেন ঐতিহ্যর সমাহার, ২য় স্থান অধিকার করেন অঙ্গন বুটিকস এন্ড ব্যাগ হাউজ, ৩য় স্থান অধিকার করেন চিকেন হোম ডেলিভারী। তিন দিনের এই মেলায় উপচে পড়া ভীড় ছিলো।
কুষ্টিয়া উদ্যোক্তা পরিবার (কুউপ) এর প্রধান (ক্রিয়েটর) মালদ্বীপ প্রবাসী জীবন রহমান মহন মুঠোফোনে জানান, ‘করোনার প্রথম দিকে নতুন উদ্যোক্তারা যখন এক প্রকার দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমরা অনুধাবন করি যে আমাদের একটি প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন। এই প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্য হলো দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরি করা ও তাদের নিজেদের পণ্যের ব্র্যান্ডিং সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাহায্য করা।
আমরা অনলাইনের মাধ্যমে সে সময় থেকে আমাদের সদস্যদের নিয়ে কর্মশালা এবং কীভাবে প্রোডাক্ট সেলিং, মার্কেটিং, সোর্সিং, প্রাইজিং হয়, এসব বিষয়ে অনেকবার জুম মিটিং করেছি। এছাড়াও ‘আমাদের কাজ হলো তরুণদের ঠিকভাবে দিক নির্দেশনা দেওয়া। এজন্যই সবাইকে এক ছাদের নিচে আনার প্রচেষ্টা করেছি।’ সর্বপরি সফলও হয়েছিলো। করোনারর সময় থেকে এই গ্রুপ খোলার পর অনেকেই ঘরে বসে বিভিন্ন খাদ্যপণ্য থেকে শুরু করে ব্যবহার্য সবই পেয়েছে এই গ্রুপের মাধ্যমে। এতে করে একদিকে যেমন মানুষের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছি অপরদিকে অনেকর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি। আর তিন দিন ব্যাপী আজকের এই মেলার সমাপনীতে অবশ্যই সাফল্য লাভ করেছি।

ভেড়ামারায় কুউপ আয়োজিত উদ্যোক্তা মেলার উদ্বোধন

ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সোহেল মারুফ বলেছেন, সৃজনশীল উদ্যোক্তারা দেশে নতুন করে কর্মসংস্থান তৈরি

করে অর্থনীতিতে অবদান রাখবে। শুধু তাই নয়, আরও মানুষের কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।
তিনি বলেন, “একজনের অর্থনৈতিক-সামাজিক স্বচ্ছলতা না থাকতে পারে, কিন্তু যখন তার একটা বড় স্বপ্ন আছে, তিনিও সফল উদ্যোক্তা হওয়ার সমান সম্ভাবনা রাখেন।”
গতকাল বৃহস্পতিবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বিকালে ভেড়ামারা উপজেলা চত্বরে তিন দিনব্যাপী উদ্যোক্তা মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
তিনি বলেন, আর্থ-সামাজিক স্বচ্ছলতা উদ্যোক্তা হওয়ার পথে একজনের যাত্রাকে সহজ করে দেয়। তবে কোনো ধরনের সমর্থন ছাড়াও যে কেউ উদ্যোক্তা হতে পারেন। আর তাই জীবনে যেতে চাইলে সংগ্রাম করতে হবে।
কুষ্টিয়া উদ্যোক্তা পরিবার (কুউপ)’র সমন্বয়কারী সদৃশ্য সুলতানের সভাপতিত্বে
অনুষ্ঠানে জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আলিম স্বপন, উপজেলার পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী আক্তারুজ্জামান মিঠু, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ভেড়ামারা সার্কেল) ইয়াসির আরাফাত, মেয়র আনোয়ারুল কবির টুটুল, তার সহধর্মিণী কবি ও লেখক আমেনা খানম, সাবেক মেয়র শামীমুল ইসলাম ছানা, ভেড়ামারা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন জুয়েল উপস্থিত ছিলেন।
কুষ্টিয়া উদ্যোক্তা পরিবার (কুউপ) নামের কুষ্টিয়ার সর্ব প্রথম অনলাইন উদ্যোক্তা গ্রুপ এ মেলার আয়োজন করে।
মেলায় ৩৭টি স্টলে বিক্রেতারা আয়োজনের পসরা সাজিয়ে বসেছেন। (কুউপ)’র সমন্বয়কারী সদৃশ্য সুলতান বলেন, মালদ্বীপ প্রবাসী তরুণ জীবন রহমান মহন এর সৃষ্টি করা (কুউপ) এর মাধ্যমে অনলাইনে কেনা- বেচা করা নারী ও পুরুষ উদ্যোক্তাদের হরেক পণ্যের সমাহার বসে এ মেলায়। মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন স্টলে ছাড়ের সুবিধার পাশাপাশি সেলফি তুলেও থাকছে পুরষ্কারের ব্যবস্থা। এছাড়া ফ্রি ওয়াইফাইসহ মেহেদী উৎসবের আয়োজনও রয়েছে মেলা প্রাঙ্গণে।
মেলায় হস্তশিল্প, কারুকার্য, হাতে বানানো পোশাক, শিশুদের তৈরি পোষাক, হোম মেইড ফুড, জুয়েলারি সামগ্রী, অর্গানিক পণ্য ও ঐতিহ্যের সমাহার খাবারসহ বিভিন্ন পণ্যের আয়োজন রয়েছে সেখানে। পাশাপাশি বিভিন্ন খেলনার দোকান, মুড়ি মুড়কি, বাতাসা ও জিলাপীর দোকান বসেছে।
প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ক্রেতা দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকছে এ মেলা। চলবে আগামী শনিবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত।

কমলা চাষে সম্ভাবনা দেখছেন পিরোজপুর গ্রামের এক চাষী

কমলা চাষের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর জেলায় সম্ভাবনার আলো ছড়াতে কমলার চাষ শুরু করেছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের বিশিষ্ট জুয়েলার্স ব্যবসায়ী ও কৃষি প্রেমী হাফিজুর রহমান। বছর খানেক আগে তিনি বেশ কিছু কমলার গাছ এনে রোপণ করেন তার ১ বিঘা জমিতে। বছর শেষে গাছে ফল পেয়ে তিনি উদ্বুদ্ধ হন কমলা চাষের প্রতি। শুরু করেন কমলার বাগান তৈরির কাজ। ৯ বিঘা জমিতে তিনি দার্জিলিং, ছাতকি ও চায়না জাতের প্রায় ৯শো টি কমলার গাছ লাগাবেন বলে জানান। কমলা গাছ লাগানো উদ্বোধন করেন মেহেরপুর সদরের কৃষি সম্পসারণ কর্মকর্তা দীপক কুমার সাহা।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর ব্লকের উপ সহঃ কৃষি কর্মকর্তা রুহুল কুদ্দুস, সিআইজি সভাপতি সাইদুর রহমান টুটুল, জাব্বারুল ইসলাম, মাসুম বিল্লাহ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খায়রুল বাশার।

বারাদী বাজারে ভোক্তা অধিকার ও সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী বাজারে ভোক্তা অধিকার ও সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালিত হয়েছে। গতকার বৃহস্পতিবার দুপুরে বারাদী বাজারের বেশ কয়েকটি দোকানে এ অভিযান চালিয়ে ৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে । অভিযানে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ও পণ্য এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থাকার অপরাধে আনোয়ার বীজ ভাণ্ডারে ৩ হাজার, আবু বকর এন্ড সন্সে ১ হাজার, তাহের হোটেলে ১ হাজার ও খোকা ফার্মেসীতে ৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন।
অভিযান পরিচালনা করেন ভোক্তা অধিকার ও সংরক্ষণ অধিদপ্তরের

সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ, অভিযানে সহযোগিতা করে মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি টিম।